স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে সাত কলেজে দ্বিতীয় দিনে পরীক্ষা বর্জন

- সাত কলেজকে 'বিষফোঁড়া' আখ্যায়িত ঢাবির একদল শিক্ষার্থীর
- বরিশাল বিএম কলেজেও অধিভুক্তি বাতিলের আন্দোলন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

'অধিভুক্তি' বাতিলের আন্দোলন আরও জোড়ালো হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছেন ঢাকার বড় সাত সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা। গতকাল ঢাবির কিছু শিক্ষার্থীও সাত কলেজের অধিভুক্ত বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে বরিশালের সরকারি বিএম (ব্রজমোহন) কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনইউ) অধীন বা অধিভুক্তি থেকে সরিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা।

এনইউ'র অধিভুক্তি বাতিলের এই দাবিতে জেলা পর্যায়ের বড় সরকারি কলেজগুলোতে ছড়িয়ে পরার আশঙ্কা করছেন শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তাদের আশঙ্কা, সারাদেশে অন্তত ২০টি 'শতবর্ষী' কলেজ রয়েছে। এসব কলেজকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবি করতে পারে শিক্ষার্থীরা। সেজন্য ঢাকার সাত কলেজের সেশনজটসহ অন্যান্য সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

গতকাল বেলা ১২টার দিকে বরিশাল সরকারি বিএম কলেজ ক্যাম্পাসের জিরো পয়েন্ট এলাকায় কলাভবনের সামনে সমাবেশ করে একদল শিক্ষার্থী। তারা সেশনজট নিরসন ও উত্তরপত্রের অবমূল্যায়ন রোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানায়।

বিএম কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী শাহাবুদ্দিন মিয়ার সঞ্চালনায় সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বলেন, বিএম কলেজ এ অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাত বিবেচনায় এটিকেই 'বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে ঘোষণা করা উচিত ছিল।

অধিভুক্তি বাতিলের দাবি ঢাবি শিক্ষার্থীদের :

ঢাবি অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজকে 'বিষফোঁড়া' উল্লেখ করে এই অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ঢাবির একদল শিক্ষার্থী। এ সময় অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল না করলে কঠোর কর্মসূচির ঘোষণার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাবির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পরে ক্যাম্পাস ঘুরে রাজু ভাস্কর্যের সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। তারা এক সপ্তাহে মধ্যে অধিভুক্তি বাতিলের দাবি জানান।

বিক্ষোভ মিছিলে 'এক দফা, এক দাবি, অধিভুক্ত মুক্ত ঢাবি', 'সাত কলেজের ঠিকানা, এই ঢাবিতে হবে না', 'রাখতে ঢাবির সম্মান, সাত কলেজ বেমানান', 'অধিভুক্তি বাতিল চাই, বাতিল কর, করতে হবে', 'জেগেছে রে জেগেছে, ঢাবি জেগেছে', 'শোনো বোন, শোনো ভাই, ঢাবির কোনো শাখা নাই'- ইত্যাদি স্লোগান দেন শিক্ষার্থীরা।

➤ পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে সাত

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সমাবেশে খায়রুল আহসান মারজান বলেন, এই অধিভুক্তির শুরু থেকেই বিরোধিতা করে আসছে ঢাবির শিক্ষার্থীরা। তৎকালীন সময়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমঝোতার কথা বলা হলেও গত ছয় বছরে কোনো সমাধান দিতে পারেনি প্রশাসন।

সাত কলেজ 'বিষফোঁড়ায়' পরিণত হয়েছে দাবি করে খায়রুল আহসান বলেন, 'অধিভুক্তি বাতিল ছাড়া অন্যকোনো সমাধান নেই। সাত কলেজও অধিভুক্তি বাতিল চায়। তাহলে বাতিল করতে বাঁধা কোথায় আমরা বুঝি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সক্ষমতা আলোকে তাদের চার লাখ শিক্ষার্থীকে সেবা দেয়া সম্ভব না। আমরা অবিলম্বে তাদের অধিভুক্তি বাতিল চাই।'

ঢাবির ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী মইদুল ইসলাম বলেন, র‍্যাংকিংয়ে ঢাবির দিন দিন অবনতির কারণ এই সাত কলেজ। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে এই কলেজগুলোকে বিবেচনায় নেয়া হয়। তাদের অধিভুক্তি বাতিল করলে ঢাবি আরও অনেক এগিয়ে যাবে। আমরা শিগগিরই এই অধিভুক্তি বাতিল চাই। অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবো।'

টানা দ্বিতীয়দিন ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন সাত কলেজে :

ঢাবির অধিভুক্তি বাতিল ও স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে টানা দ্বিতীয়দিনের মতো ক্লাশ ও পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি পালন করেছে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা।

গতকাল পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে দ্বিতীয়দিনের মতো সব ক্যাম্পাসে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনসহ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন সাত কলেজের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

সকালে ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় অধিভুক্তি বাতিল করে সাত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য সরকারের কাছে কমিশন গঠনের দাবি জানান শিক্ষার্থীরা।

দ্বিতীয়দিনের ক্লাস পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচির বিষয়ে সাত কলেজ আন্দোলনের ঢাকা কলেজ প্রতিনিধি আবদুর রহমান বলেন, তাদের কর্মসূচি 'শতভাগ সফল'। আন্দোলনে সাত কলেজের সব শিক্ষার্থীদের 'মৌন' সমর্থন আছে। সবাই ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করেছে। মাস্টার্সের শিক্ষার্থীরা ইনকোর্স পরীক্ষা বাতিল করে মিছিল করেছে। এ আন্দোলন একটি সামষ্টিক আন্দোলন। বর্তমান এ আন্দোলন যেভাবে দানা বেঁধেছে যেকোনো সময় ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগবে না। তারা সাত কলেজ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চান।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকা কলেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির আহ্বায়ক হলেন ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পারভীন সুলতানা হায়দার। আজ আন্দোলনরত শিক্ষার্থী প্রতিনিধির সঙ্গে কমিটির আলোচনায় বসার কথা রয়েছে।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার সাতটি বড় সরকারি কলেজকে ঢাবির অধিভুক্ত করা হয়। এর আগে কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত ছিল। কলেজগুলো হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, মিরপুরের বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ। এই সাত কলেজে প্রায় চার লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে।

মূলত সেশনজট নিরসন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমাতে সাত কলেজকে ঢাবির অধিভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ঢাবি অধিভুক্তির পর সেশনজটসহ হয়রানি আরও বেড়েছে বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ।